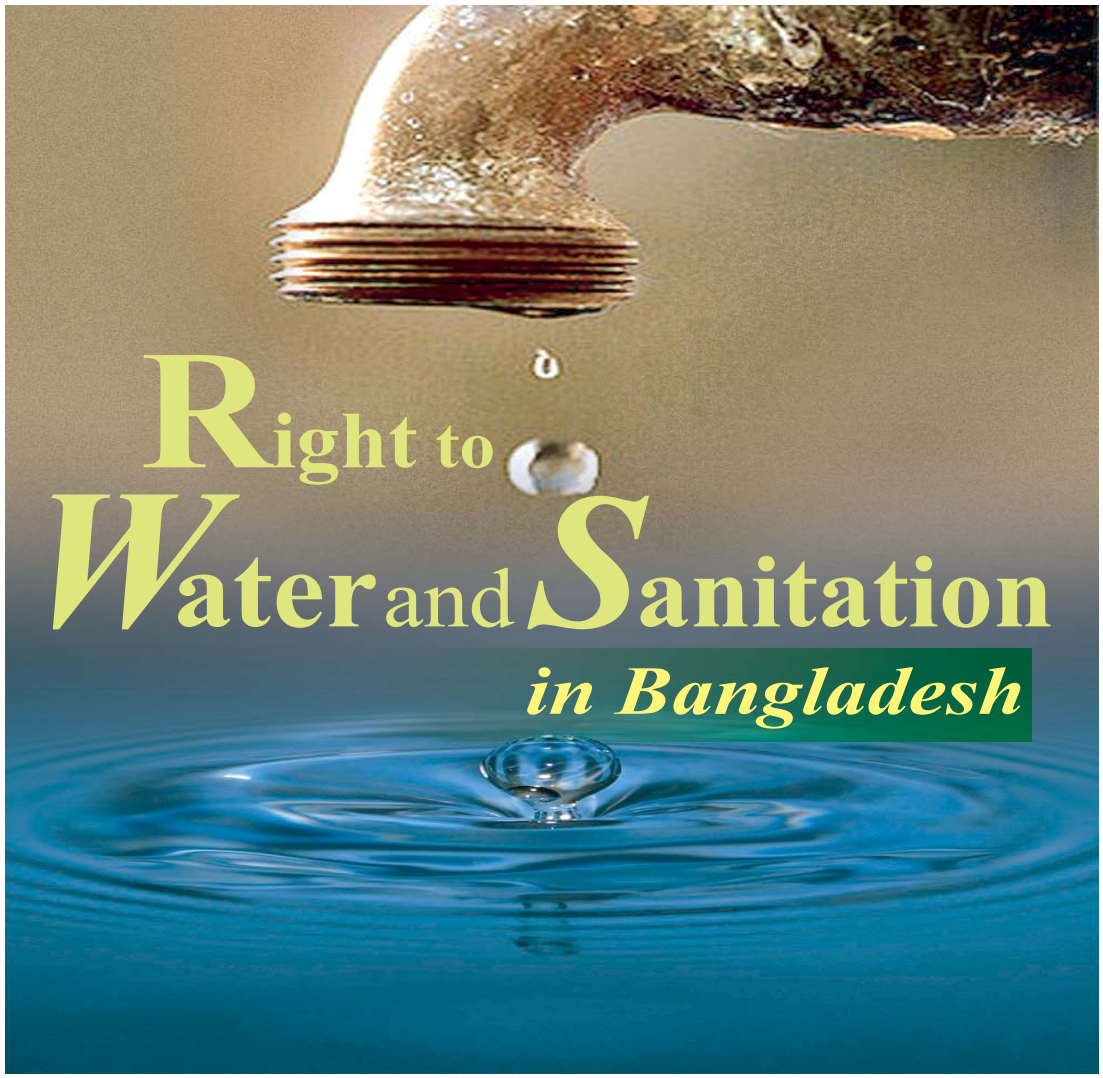

Dhaka Declaration

on

Right to Water and Sanitation

17 October, 2012
Bangladesh WASH Alliance, Dhaka

A Joint CSO Statement on the Rights to Water and Sanitation as Key Pillars to the Realization of National Development Goals

We, the undersigned civil society organizations, appreciate the efforts of the government to advance the rights to water and sanitation in Bangladesh through elaboration of many legal frameworks including, inter alia, the Constitution of the People's Republic of Bangladesh (1972)(esp. Articles 11, 15(a) and 18), the National Water Act, 2013 (Act 14 of 2013) and its associated Water Resources regulations, the National Sanitation Strategy, the National Drinking Water Supply and Sanitation Policy, the Bangladesh Environment Protection Act, 1995 (Act I of 1995), the ratification of the Convention on the Rights of the Children, the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, would like to bring the following to your attention.

Having analyzed the progress on the realization of the rights to water and sanitation in Bangladesh, we would like to highlight the fact that as of 2009, each year approximately 54.000 Bangladeshis including 50,800 children of less than five years of age die of diarrhea, of which 90% is directly attributed to poor water, sanitation and hygiene. Rural people's access to safe water has stagnated at 71% while in the urban areas access to water has declined from 82% to 80% (Source : Water Supply Coverage, Bangladesh Basic Standard, Sector Development Plan (2011-25) Policy Support Unit - Local Government Division). According to a World Bank research conducted in Bangladesh, a staggering amount of Taka 295.5 billion is lost every year behind the treatment of hygiene and sanitation related diseases.

In 2008, 5% (4% Government Primary School (GPS) and 6% of Registered Non-Government Primary School (RNGPS) of schools were reported to have no toilet and another 14% of schools were reported to have only one toilet. On an average, in primary schools, for every toilet there are about150 pupils (norm = 20-30 to use one toilet). There is sometimes a lack of water supply system in these schools. It was also observed that medical clinics and hospitals have insufficient toilets and water supply systems.

We would further like to highlight the fact that achievements on water and sanitation frequently suffer set back owing to man-made interventions (water logging and salinity).

These examples serve to highlight the fact that efforts to realize people's rights to water and sanitation need to be optimized.

We realize that the main gap between policy and implementation is currently caused by the fact that many of the international commitments have not resulted in the explicit recognition of the rights to water and sanitation in Bangladeshi laws, policies and programs. Moreover, prioritization of water and sanitation in order to meet basic human needs, production and also targeting of the water and sanitation needs of vulnerable communities are still inadequate. Further, resource, knowledge and also capacity of local governments are currently insufficient. Protection of citizens from adverse effects of encroachment on, and pollution of, catchment areas is becoming an urgent necessity.

We would like to make the following recommendations:

1. The development of a system for effective implementation of Rights Based policies and strategies to ensure universal access to water, sanitation and protection of the rights of the vulnerable communities, specially putting into practice the approved Strategy for Hard to reach people and Hard to Reach Areas;
2. The integration of sector policies, adopting a harmonized approach for realization of the rights to water and sanitation under the leadership of a single line agency;
3. Effective coordination of the efforts of line Ministries;
4. The reduction or removal of the water tariffs preventing affordable domestic consumption of safe water for consumption and hygiene; set a different tariff for domestic and industrial use; and setting up of a Water Regulatory Authority;
5. The development of standards (considering differences in geographical regions) on what is considered to be sufficient, accessible, affordable, culturally appropriate water as well as water quality;
6. A separate budget line dedicating at least 1% of GDP exclusively for safe water and basic sanitation for all with particular focus on those who have not been served;
7. The engagement by government and other key stakeholders in awareness raising and capacity building for participatory and sustainable Integrated Water Resource Management, implementation of adaptation to climate change, rainwater harvesting and the reduction of losses, and better Governance in WASH Sector;
8. The government should be engaged in and develop an education curriculum on WASH at all types of (Educational Institution) schools. The government is advised to make more effective use of media in awareness raising activities in community level;
9. The establishment of an independent source of information on WASH based on research, input from communities and CSOs and monitoring by Human Rights bodies (Access to Information);
10. The government should recognize the important role that NGOs can play as their development partners;
11. The National Water Act, 2013, should take regional and local realities into consideration;
12. The government should develop a National Hygiene Promotion Strategy, and should also make it operational.
13. 3R strategy? Introduction of 3R: Reduce, Reuse and Recycling on Waste water Management. Government should adopt a comprehensive Waste Management Policy.

পানি ও স্যানিটেশন অধিকার বিষয়ক

ঢাকা ঘোষণা

১৭ অক্টোবর, ২০১২

বাংলাদেশ ওয়াশ এ্যালায়েন্স, ঢাকা

এটি জাতীয় উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনের মুল স্তম্ভ হিসেবে পানি ও স্যানিটেশন বিষয়ক একটি যৌথ বিবৃতি। সিএসও এর পক্ষ থেকে আমরা স্বাক্ষরকারী সুশীল সমাজের সংগঠন হিসেবে পানি ও স্যানিটেশন বিষয়ক সরকারী উদ্যোগকে স্বাগত জানাই। বাংলাদেশে বিদ্যমান আইনগত কাঠামো অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান (১৯৭২) [বিশেষত: অনুচ্ছেদ ১১, ১৫(ক) এবং ১৮], পানি আইন, ২০১৩ এবং এর সাথে সম্পর্কিত পানি সম্পদ নীতিমালা, জাতীয় স্যানিটেশন কৌশল, জাতীয় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন পলিসি, বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫, শিশু সুরক্ষা অধিকার, নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্যমুলক বিলোপ সনদ (সিডো) এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সংস্কৃতির অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক কনভেনান্ট প্রভৃতির প্রতি আমরা আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষন করতে চাই।

বাংলাদেশের পানি ও স্যানিটেশন অধিকার বিষয়ক অগ্রগতি পর্যালোচনা করে আমরা বলতে চাই, ডায়রিয়ায় জনিত কারনে মৃত্যুর সংখ্যা ২০০৯ সালে ৫৪,০০০ ছিলো। বাংলাদেশের ৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের মধ্যে ৫০,৮০০ শিশু প্রতি বছর ডায়রিয়ায় মারা যায় যার শতকরা ৯০ ভাগই দুর্বল পানি, স্যানিটশেন ও হাইজিন এর কারনে ঘটে থাকে। গ্রামীণ এলাকায় নিরাপদ পানির প্রবেশাধিকার ৭১% বৃদ্ধি পেয়েছে, যেখানে শহর এলাকায় ৮২%-৮০% এ নেমেছে (সূত্র : পানি সরবরাহ কভারেজ, বাংলাদেশ মৌলিক মানদণ্ড, সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান (২০১১-২৫) পলিসি সাপোর্ট ইউনিট, স্থানীয় সরকার বিভাগ)। বিশ্ব ব্যাংকের গবেষনা অনুসারে, বাংলাদেশে প্রতি বছর স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্য হানি জনিত রোগের চিকিৎসা বাবদ ২৯৫৫ মিলিয়ন টাকার ক্ষতি হয়।

২০০৮ সালের একটি প্রতিবেদনে দেখা গিয়েছে ৫% (৪% সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় (জিপিএস)ও ৬% রেজিস্টার্ড বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় (আরএনজিপিএস) বিদ্যালয়ে কোন টয়লেট নেই এবং ১৪% বিদ্যালয়ে একটি করে টয়লেট রয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গড়ে ১৫০ জন ছাত্র একটি টয়লেট ব্যবহার করে থাকে (আদর্শ হচ্ছে ১:২০/ ৩০)। প্রায়ই বিদ্যালয়ের টয়লেটে পর্যাপ্ত পানির সরবরাহের ব্যবস্থা নেই। এমনকি মেডিকেল ক্লিনিক এবং হাসপাতালেও টয়লেট সুবিধা এবং পানি সরবরাহের ব্যবস্থা নেই।

আমরা আরো জোরালোভাবে বলতে চাই যে, পানি ও স্যানিটেশনের ক্ষেত্রে অগ্রগতি ক্রমাগত মানব সৃষ্ট বিপর্যয়ের কারনে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে (জলাবদ্ধতা ও লবনাক্ততা)। আমরা মনে করি বর্তমানে নীতিমালা এবং বাস্তবায়নের মধ্যে যে ব্যবধান বিদ্যমান রয়েছে তার কারণ হচ্ছে বাংলাদেশে পানি ও স্যানিটেশন অধিকার বিষয়ক যেসব আইন, নীতিমালা ও কার্যক্রমগুলোর ক্ষেত্রে ও সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক অঙ্গীকারসমূহ সঠিকভাবে বাস্তবায়িত না হওয়া। উপরোক্ত, অগ্রাধিকার ভিত্তিক পানি ও স্যানিটেশন হচ্ছে মানুষের মৌলিক চাহিদা। উৎপাদন এবং লক্ষ্যমাত্রার দিক থেকেও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য পানি ও স্যানিটেশন সুবিধা পর্যাপ্ত নয়। অন্যদিকে স্থানীয় সরকারের সম্পদ, কারিগরি জ্ঞান এবং সক্ষমতাও পর্যাপ্ত নয়।

আমরা নিম্নোক্ত সুপারিশ করছি :

১. প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সার্বজনীন নিরাপদ পানির সুবিধা এবং স্যানিটেশন এর ব্যবস্থার জন্য অধিকার সম্বলিত নীতিমালা এবং কৌশলপত্র প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।

২. সমন্বিত সেক্টর পলিসি, একক লাইন এজেন্সি এর জন্য পানি ও স্যানিটশেন অধিকার বিষয়ক সমতাভিত্তিক কৌশলপত্র প্রণয়ন করা।

৩. সংশ্লিষ্ট লাইন মন্ত্রণালয় সমুহের মধ্যে কার্যকর সমন্বয় প্রতিষ্ঠা।

৪. একটি ওয়াটার রেগুলেটরী অথরিটি তৈরি করা, শিল্প কারখানায় এবং গৃহস্থালী ব্যবহারের জন্য পৃথক ট্যারিফ নির্ধারণ করা; গহস্থালীর কাজে সহজলভ্য নিরাপদ পানির ব্যবহার এবং হাইজিন এর জন্য পানির উপর ট্যারিফ কমাতে হবে / বাদ দিতে হবে।

৫. পানির গুনগত মান উন্নয়নের জন্য (ভৌগলিক অবস্থানের / অঞ্চলের ভিন্নতা বিবেচনায় রেখে) একটি সঠিক মানদন্ড বের করা যা পর্যাপ্ত, ব্যবহার উপযোগী, সহজলভ্য এবং সাংস্কৃতিকভাবে সঠিক / উপযোগী।

৬. সবার জন্য নিরাপদ পানি, মৌলিক স্যানিটেশন ও হাইজিন এর ব্যবস্থা করা, বিশেষ করে যারা এই সুবিধার আওতায় নেই তাদের জন্য জিডিপির ১% বাজেট লাইন আইটেম এ বরাদ্দ করা।

৭. ওয়াশ সেক্টরে সুশাসন প্রতিষ্টা, সচেতনতা সৃষ্টি, সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সমন্বিত টেকসই পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা, জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে অভিযোজন করা, বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ এবং ঝুকি কমানোর জন্য সরকারী এবং অন্যান্য প্রধান অংশীজনদের সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন।

৮. সরকারের উচিত সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য ওয়াশ কারিকুলাম তৈরি করা এবং বাস্তবায়ন করা (শিক্ষা প্রতিষ্টান)। কমিউনিটি পর্যায়ে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য সরকারের উচিত মিডিয়াকে সম্পৃক্ত করা / শক্তিশালী করা।

৯. ওয়াশ বিষয়ক স্বাধীন তথ্য সরবরাহ এবং গবেষনার জন্য তথ্য সেবা কেন্দ্র তৈরি করা যেখানে কমিউনিটি এবং সিএসও এর অবদান থাকবে এবং হিউম্যান রাইটস সংগঠনসমুহ পরীবিক্ষণ করবে (অবাধ তথ্য প্রবাহের জন্য)।

১০. সরকারের উচিত তাদের উন্নয়ন অংশীদার হিসেবে এনজিও এর ভুমিকাকে স্বীকৃতি প্রদান করা।

১১. ২০১৩ সালের পানি আইনের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক এবং স্থানীয় বিষয়কে বিবেচনায় আনতে হবে।

১২. সরকারের উচিত একটি জাতীয় হাইজিন প্রমোশন স্ট্রাট্রেজি তৈরি করা ও স্ট্রাট্রেজি কার্যকর করা।

১৩. থ্রি আর সূচনা করা এবং বর্জ পানির রিডিউস, রিইউজ ও রিসাইকেল এর ব্যবস্থা করা; সরকারের উচিত একটি সমন্বিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নীতিমালা তৈরি করা।

organised by DORP WE WORK

in association with BANGLADESH WASH ALLIANCE Supported by Dutch WASH Alliance

supported by Both ENDS Connecting people for change